তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্ত্তন-বিধান



প্রভু বীরচন্দ্র প্রদত্ত শ্রীতারক ব্রহ্ম শিলা

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৫৯

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে—
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গগুরুধাম
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃহালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ। ফোন২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃহালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা।

দ্বিতীয় সংস্করন
১৩১৪ বঙ্গাব্দ ৭ চৈত্র শ্রীদোলযাত্রা

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃহালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ ফোন২৫৮৫-০৭৭৫

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা৭০০০০৬
ফোন২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুমন্দির, নরপোতা পোঃতমলুক
পিন৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি।
পুরী৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

ভিক্ষা-কুড়ি টাকা।

মুদ্রাকরশ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

সম্পাদকীয়

আজানু লম্বিত ভূজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ,
বন্দে জগত প্রিয় করৌ করুনাবতারৌ ॥

কলিযুগ পাবন সংকীর্ত্তন পিতা করুনাবতার শ্রীগৌর সুন্দর যুগ-ধর্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া নামে প্রেমে জগত ধন্য করিয়াছেন।

কৃতেঃ যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ও কলিকালে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন।

বিভিন্ন শাস্ত্র প্রমানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নামই কলিযুগের একমাত্র উপাস্য, জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। খাইতে শুইতে শুচি অশুচি সর্ব্বকাল এই মহামন্ত্র নামই প্রতি মানবের উচ্চারন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ গোপাল গুরুর সুচকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শৌচালয়ে বসিরা শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনের বিষয়টি বর্নিত রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শৌচালয়ে গিয়াছেন। গোপাল জলপাত্র লইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জিহ্বা সদা কৃষ্ণ বলে।
দেখে গোপাল প্রভু জিহ্বা ধরিয়াছে করে ॥
গৌর জলশৌচ করি আইলা তার পাশে।
গৌর করে জল ঢালে গোপাল মৃদু হাসে ॥

মহাপ্রভু গোপালের হাস্যের কারন জিজ্ঞাসা করিলে গোপাল বলিলেন আপনি বহির্দ্দেশ কালে জিহ্বা ধারম করিলেন কেন? তখন মহাপ্রভু বলিলেন।

গৌর বলেন আরে গোপাল কি বলিব মুঞি।
মোর জিহ্বা অবিরত কৃষ্ণ উচ্চারই ॥
বহি ভূমি কালে কেমনে লব কৃষ্ণ নাম।
সেই লাগি এ জিহ্বারে ধরি ততক্ষন ॥
গোপাল হাসিয়া বলে প্রভু হে সেকলে।
প্রান যদি চলে যায় কেবা কৃষ্ণ বলে ॥

গোপালের এই বাক্য শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

শির চুম্বি করে স্পর্শি আশীর্ব্বাদ করি।
আবেশে গৌরাঙ্গ বলে গুরু তু হামারি ॥
ভক্ত পাশে ভাবাবেশে বলে ঢুলি ঢুলি।
আজ হাতে সবাই ডেকো গোপাল গুরু বলি ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপালকে পোপাল গুরু নাম প্রদান করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনের স্মৃতিটি জনমানসে প্রতিভাত করেন। গোপালের মহিমা প্রসঙ্গে বর্ণন।

বাররেক যে দেখে তার চিত্ত বৃত্তি হরে।
প্রভু দত্ত নাম জপে হরে কৃষ্ণ হরে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে গোপালের নৃত্য মনোহর।
গৌর চন্দ্র সুখে বারম্বার দেয় কোর ॥

এই ভাবে তারকব্রহ্ম হরে কৃষ্ণনাম জপ, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীনাম যজ্ঞাদি এযাবত কীর্ত্তন প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। বেশ কিছুকাল বিভিন্ন নামের সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন মতবাদের প্ররোচনায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে বৈষ্ণব আচার্য্য গন সম্মেলন বসাইয়া, শাস্ত্র প্রমানে বহুমুখী আলোচনা করিয়া গ্রন্থ প্রনয়ন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে

শ্রীশ্রীহরি নাম মঙ্গল (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের সংকলন শ্রীভুবনেশ্বর দেব শর্ম্মার (গোবিন্দ মন্দির নবদ্বীপ) ভূমিকার অভিব্যক্তি —

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত হরে কৃষ্ণাদি ষোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্রের সংখ্যা বিরহিত ভাবে সংকীর্ত্তন আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন ও সময়ে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া মহামন্ত্রের সংঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধীয় কোন স্বতন্ত্র পুস্তক বা আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা এই চির প্রসিদ্ধ সদাচার সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, মহামন্ত্র নাম জপনীয়, সংকীর্ত্তনীয় নহে। এরূপ সন্দেহ থাকিয়া যাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মহামন্ত্রের সংকীর্ত্তনের লোপ হইবে এবং তাহাতে ঘোরতর অপরাধ হইবে বলিয়া মনে হওয়ায় শাস্ত্রীয় প্রমানাদি ও সদাচার উল্লেখ করতঃ মহামন্ত্রের মহামহিমত্ব ও সংকীর্ত্তনীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া ঐ সমস্ত সন্দেহ নিরসন করাই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন কাল হইতে ভজনশীল বৈষ্ণবগন তারক ব্রহ্ম নাম জপ মালায় জপ সহকারে চিত্তসংযম করতঃ অষ্টকালীন শ্রীগৌর-গোবিন্দের লীলাদি স্মরন মনন করিয়া প্রেমানুরাগে বিভোর থাকেন। খোল করতাল সহ উর্চ্চসংকীর্ত্তন সহকারে নৃত্যগীতাদি করেন। আর যুগধর্ম সংকীর্ত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অষ্টপ্রহরাদি কীর্ত্তন করেন। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামের সংখ্যাবিহীন উচ্চ সংকীর্ত্তনের প্রতিবাদে গৌড়ীয় সংকীর্ত্তন সিদ্ধান্ত (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের অভিব্যক্তি উল্লেখ করিলাম—

আজকাল আমাদের বঙ্গদেশে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র লইয়া এক বিপুল বিপুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা নিজ সম্প্রদায়ের কল্যানকর

সদুর্দ্দেশ্য সম্ভূত নহে একটু অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, যে একটি সঙ্ঘবদ্ধ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রচারের প্রচেষ্টাই তাহার মুল, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার লালসার লোকে না করিতে পারে এমন কোন কাজ এ জগতে আংছ কিনা বলিতে পারিনা।

মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকলেরই মুল গ্রন্থ অনুসরনে উচ্চ সংকীর্ত্তন রীতির অনুসরনই একান্ত প্রয়োজনীয়, চিরাচরিত বিশুদ্ধ ভজন পথ ত্যাগ করিয়া ভক্তির অন্তরায় পথের শরন গ্রহন করা কখন ও উচিভ নয়, যদি আমরা মহাপ্রভুর আদেশেকে উপেক্ষা করিষা অসংখ্যাত ভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করি তাহা হইলে আমাদিগকে কলি মহারাজ আক্র-মন করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামের জপ ও সংকীর্ত্তন বিষয়ে বৈষ্ণব জগতের বরেন্য মহাপুরুষগনের স্বীকৃত তথ্যাদি হরিনাম স্মরন মঙ্গলও হরিনাম মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন নামক গ্রন্থে বর্নিত রহিয়াছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসী শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসী (১৩২৮ সন হ১ আশ্বিন) শ্রীক্ষেত্র বাসী বৈষ্ণব-গণও ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিত বর্গ একবাক্যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম সংখ্যা জপ, উচ্চ সংকীর্ত্তন ও অষ্ট প্রহরাদি নামযজ্ঞের বিধান স্থাপন করিয়াছেন। তথাপি—

হরেকৃষ্ণ নহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তম লইয়া বহুমুখী বিরূপ সমালো-চনা ও বিরূপ মন্তব্য পরিলক্ষিত হইতেছে ; এতদ্বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কেহ হরেকৃষ্ণ মহানন্ত্র নাম উচ্চ সংকীর্ত্তন ও জপের বিধান প্রদর্শন করিতেছেন, আবার কেহ একমাত্র জপ বিধান প্রদান করিয়া

সংখ্যা সহ তাহা উচ্চৈঃস্বরে হইলে ও বিধেয় বলিতেছেন, উচ্চ সংকীর্ত্তন বিষয়ে "হরিহরয়ে নমঃ" "কৃষ্ণকৃষ্ণ রক্ষমাং" ইত্যাদি নামের বিধান দিয়াও স্থায়ী একটি নামের বিধান স্থাপন করিতে পারেন নাই, এযাতীয় বিধান প্রাচীনও আধুমিক বিদ্বৎ সমাজে প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায় না, মহাপ্রভু ভাবাবেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু স্থায়ী ভাবে অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয় না বরং চ "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" নাম বৈষ্ণব অবৈষ্ণব আপামর জনমানসে এযাবৎ সংকীর্ত্তন হইয়া আসিতেছে তাহা পরিলক্ষিত হয়, অধুনা শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অল্প বিস্তর ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন সৃষ্ঠসম্প্রদায় নিজনিজ নাম প্রবর্ত্তন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন, ফলে আপামর ভক্ত সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় ক্ষুদ্র আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি। ইতি পূর্বে মহামহিম সুধী বৃন্দ শাস্ত্রীয় প্রমান দেখাইয়া স্বস্ব অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নামের বিকল্প সংকীর্ত্তনীয় নামের স্থায়ী প্রকাশ পরিবেশন করেন নাই। তাই হরেকৃষ্ণ নামই জপ্য ও কীর্ত্তনীয় ইহাতে প্রতিভাত হয়। বর্ত্তমানে উদ্ভূত নামগুলির পূর্ব্বে বৈষ্ণব সমাজ একনাম কীর্ত্তন করিত ইহাই অনুমেত হয়।

সুধী ভক্তমণ্ডলী বিচার করিয়া আস্বাদন করুন হরেকৃষ্ণ নামের বিকল্প নির্দ্ধারিত নাই বা সমাজে তাহার কোন প্রতিফলন নাই, ফলে নাম লইয়া বহুমুখী আলোচনা সাধারন জন মানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, বহুস্থান হইতে বহু পত্র পাত্রাদি আসছে। সবার অনুরোধে ও আসাম গোহাটী মিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রপাল মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে ও আর্থিক সহযোগিতায় গ্রন্থ খানি সম্পাদন ও প্রনয়নে অগ্রে উদ্যোগী হইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে পুনরায় প্রকাশ ঘটিল।

পাঠক বৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ক্রটী মার্জ্জনা করুন, তবে হরে কৃষ্ণ নাম নিষ্ঠা সহিত ও উচ্চঃসংকীর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে।

প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভক্ত প্রবর শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল মহাশয়ের ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের উদ্যোগ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক ও তাঁহার সার্ব্বিক কল্যান বিধান করুন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু পদারবৃন্দে একান্ত কাম্য।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা॥ পোঃ-হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা॥ পশ্চিমবঙ্গ

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম ॥

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান ।

গ্রন্থারম্ভঃ

শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র শ্রীযদুচৈতন্যের নামব্রহ্ম সেবা প্রাপ্তি ।

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্র নাম প্রেম প্রচারের জন্য শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র যদু চৈতন্য ঠাকুরকে একটি নাম ব্রহ্মশিলা অর্পন করেন। তাহা এখন পুরুলিয়া বেগুন কেদারে ধনঞ্জয় গোপাল বংশধর প্রফুল্ল কুমার ঠাকুরের গৃহে পূজিত হইতেছেন। শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরের শ্রীনামব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে যদুচৈতন্য ঠাকুরের পুত্র পদকর্ত্তা কানুরাম দাসের বর্ণন ।

ধনঞ্জয় সুত ঠাকুর শ্রীযদুচৈতন্য ।
নাম প্রেমদানে যিনি সর্ব্ব অগ্রগন্য ॥

কাঁদরা গ্রামেতে আইলা প্রভু বীরচন্দ্র ।
শুনি দরশনে গেলা শ্রীযদুচৈতন্য ॥

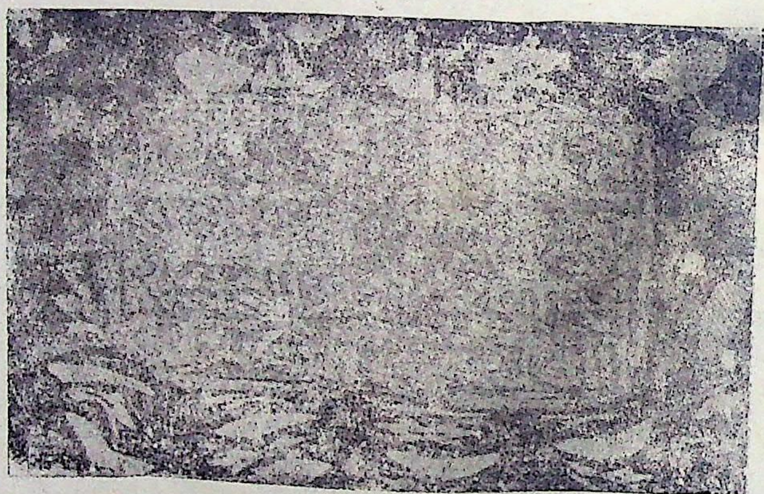
মঙ্গল ঠাকুর আদি কবি জ্ঞানদাস ।
যদুরে পাইয়া সবার পরম উল্লাস ॥

প্রভু বীরচন্দ্র যদুরে করি আলিঙ্গন ।
এস এস বলি কহেন মধুর বচন ॥

রাঢ়দেশে উগ্র ক্ষত্রিয় গণের নিবাস ।
নাম প্রেম দিয়া কর ভক্তির প্রকাশ ॥

এত বলি খুলিলেন সম্পুট আপনি ।
শিলা লিপি নাম ব্রহ্ম দিয়া জয়ধ্বনি ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ধর বাপ নামব্রহ্ম করহ প্রচার।
কলি হত জনগনে করহ উদ্ধার॥
প্রভু বীরচন্দ্র কৃপা পাইয়া চৈতন্য।
কানুরাম গুনগায় নিজে মানি ধন্য॥



॥ শ্রীবীরচন্দ্র প্রদত্ত নামব্রহ্ম শিলা ॥

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামের উৎপত্তি ও ক্রমবিন্যাস

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীচৈতন্য কারিকা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণন—

নাম চিন্তামনি কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তো ভিন্নাত্মানাম নামিনঃ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ কভু মিথ্যা নয়।
নামে নিষ্ঠা হৈলে প্রেম হইবে উদয়॥

শ্রীরাধিকা হইতে এই নাম প্রকাশ হয়।
তাহার প্রমান শুন শাস্ত্রে যাহা কয়॥

তথাহি—

কদাচিদ্বিরহে ক্ষিপ্তা ধ্যায়ন্তি প্রিয় সঙ্গমং।
বৃষভানু সুতাদেবী জল্পন্তীদং মুহুর্মুহুঃ॥
যে কালে শ্রীকৃষ্ণ গেলা মথুরানগরে।
বিচ্ছেদে কাতরা রাধা হরিনাম স্মরে॥
ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মাধুর্য্য ভাণ্ডার।
এই নাম স্মরে নেত্রে বহে জলধার॥
সেই ধারার ভাবকান্তি করিয়া ধারন।
এই নাম জপিয়া গৌরাঙ্গ উচাটন॥
নাম জপে মহাপ্রভু কান্দে অনিবার।
অনুক্ষন হয় অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার॥
দশদশা হয় প্রভুর সমুদ্রে পতন।
নামের মহিমা সব অদ্ভুত কথন॥

ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত মহামন্ত্র নামের ক্রম বিষয়ে কলি সন্তরন উপনিষদ, ব্রাহ্মাণ্ড পুরান, মহানির্ব্বান তন্ত্র ও সনৎ কুমার সংহিতায় বর্নিত রহিয়াছে।

তথাহি—শ্রীসনৎ কুমার সংহিতা –

হরে কৃষ্ণৌ দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণতাদৃক তথা হরে।
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ হরে মনুঃ॥
অর্থ— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

———

তারকব্রহ্ম নামের তাৎপর্য্য ।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য কারিকা—৪র্থ অধ্যায় ।

অল্পাক্ষরে হরিনামের অর্থ কহি শুন ।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ এ সত্য বচন ॥
অষ্টাভিসার অষ্ট হরের মাধুর্য্য লহরী ।
চারি কৃষ্ণনাম বিপ্রলম্ভারসে মনহারী ॥
চারি রাম চারি সম্ভোগ রসলীলা ।
নামের অর্থ গোস্বামীরা অপার বর্নিলা ॥
এইমাত্র কহিলাম না কহিলাম আর ।
নামের মহিমা সব অনন্ত অপার ॥

হরে— হে হরে মাধুর্য্য গুনে হরিলে যে নেত্র মনে
মোহন মূরতি দরশাই ।

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ আনন্দ ধাম মহা আকর্ষক ঠাম
তুয়া বিনা দেখিতে নাই ॥ ১ ॥

হরে— হে হরে ধৈরজ ধরি গুরুভয় আদি করি
কুলের ধরম কৈলে চুর ।

কৃষ্ণ— হে বংশীর স্বরে আকর্যিয়া আনি বলে
দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আনি কাঞ্চলি কর্ষহ তুমি
তা দেখি চমক মোহে লাগে ।

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উজর কর্ষহ বলে
স্থির নহ অতি অনুরাগে ॥ ৩ ॥

হরে— হে হরে আমার হরি লৈয়া পুষ্পোতলোপরি
বিলাসের লালসে কাকুতি ।

হরে— হে হরে গোপতবস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণমাত্র
ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥ ৪ ॥

হরে— হে হরে বসন হয় তাহাতে যেমন কর
অন্তরের হর যত বাধা।

রাম— হে রাম বমন অঙ্গ নানা বৈদগ্ধি রঙ্গ
প্রকাশি পুরাহ নিজ সাধা ॥ ৫ ॥

হরে— হে হরে হরিতে বলি নাহি হেন কুতুহলি
সতীর সে বাম্য না রাখিলা।

রাম— হে রাম রমনবথ তাহাতে প্রকটিয়া কত
কিনারস আবেশে ভাসাইলা ॥ ৬ ॥

রাম— হে রাম রমন শ্রেষ্ঠ মন রমনীয় শ্রেষ্ঠ
তুয়া সুখে আপন নাজানি।

রাম— হে রাম রমন ভাবে ভাবিতে মরমে জাগে
সে রস মূরতি তনুখানি ॥ ৭ ॥

হরে— হে হরে হরন ভোর তাহার নাহিক ওর
চেতন হরিয়া কর ভোর।

হরে— হে হরে আমার লক্ষ হরসিংহ প্রায় দক্ষ
তুয়া বিনে কেও নাহি মোরা ॥ ৮ ॥

তুমি সে আমার প্রাণ তুমি বিনে নাহি জান
ক্ষণেকে কল্পশত যায়।

সে তুমি আনত গিয়া রহ উদাসীন হৈয়া
কহ দেখি কি করি উপায় ॥ ৯ ॥

অহে নবঘন শ্যাম কেবল রসের ধাম
কৈছে রহ করি মন ঝোরে।

চৈতন্য বলয় যায় হেন অনুরাগ পায়
ভবে বন্ধু মিলয়ে অদূরে ॥ ১০ ॥

—

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য কর্ত্তৃক হরিণাম ব্যাখ্যা

(শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল চতুর্থ অবস্থার দ্বিতীয় সংখ্যাধৃত)

তুলসী পিণ্ডির নীচে বসি হরিদাস।
এক এক অর্থ কহে প্রভু জানিয়া সন্তোষ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এহি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র।
রাধাকৃষ্ণ সখীসখা হয়ে সব তন্ত্র ॥

হ— হ-কারঃ পীতবর্ণশ্চ সর্ব্ববর্ণবরোত্তমঃ।
জ্ঞানঞ্জন কৃতং পাপং হকারোদহতি ক্ষনাৎ ॥

রে— রে-কারোরক্তবর্ণঃ স্যাদ্ গোপাতেন নিরূপিতঃ।
গুর্ব্বঙ্গনাকৃতং পাপংরেকারোদহতি ক্ষণাৎ ॥

কৃ— কৃকারঃ কজ্জলবর্ণঃ সংসার কৃত পাতকং
গতি শক্তিরতি প্রেম্ণঃ কৃ-কারো জয়তি ক্ষনাৎ ॥

ষ্ণ— নানা রূপধর শ্চৈবষ্ণকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
ষ্ণ-কারোচ্চারনাদেব নরকাদুদ্ধারো ধ্রুবন্ ॥

রা— রা-কারো গৌরবর্ণশ্চ রসশক্তির্ভবেহঙ্করা।
রবিচন্দ্র সমোভাতি তমোরাশিঃ দহেৎ ক্ষণাৎ ॥

ম— ম-কারো জ্যোতি রূপাশ্চ নিরঞ্জন প্রদর্শিতঃ।
মিথ্যাবাক্য কৃতং পাপংমকারো দহতি ক্ষণাৎ ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বাঙ্গে ষোড়শ নামানি নিরূপয়েৎ ॥

—অথ=প্রকৃতি ভেদ,

ললিতা চ বিশাখা চিত্রা চ চম্পকলতা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চতুঙ্গবিদ্যেন্দু-রেখিকা ॥
শশিরেখা চ বিমলাপালিকানঙ্গ মঞ্জরী।

শ্যামলামধুমতী দেবী তথা ধন্যা চ মঙ্গলা ॥
এতাঃ প্রকৃতয়স্তাসাং মূল প্রকৃতিঃ রাধিকা।

ততঃ পৃথক পাঠঃ—

শ্রীদামা চ সুদামা চ বসুদামা ততঃ পরম্।
সুবলোহপ্যর্জ্জনশ্চৈব কিঙ্কিনী স্তোককৃষ্ণকৌ ॥
বরুথপোহংশুমাঞ্চ বৃষাবির্ষভস্তথা।
দেবপ্রস্থরুদ্ধবশ্চ মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥
এহি শুন সখাময় তবে কৃষ্ণচন্দ্র।
এহি বত্রিশ সখাসখী রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বসার তন্ত্র!
এহি জপ রাত্রিদিবা এহি পরতন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রিদিনে।
জপিতে জপিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এহি ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র।
রাধাকৃষ্ণ সখীসখা হয়ে সব তন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রিদিনে।
জপিতে জপিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে ॥

শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থে—৮ ম পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
তাঁহার সেবক শ্রীগোপালগুরু বর ॥
শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয়।
আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয় ॥

শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা—

হরিনাম মধ্যে তিন নামের বাহন।
হরে কৃষ্ণরাম ব্যাখ্যা শুনদিয়া মন ॥

হরি শব্দে সম্বোধনে হরি হয় হরে।
হরা শব্দে সম্বোধনে হরি হয় হরে॥
তাথে হরে শব্দের ব্যাখ্যা দুই শ্লোকে কয়।
কৃষ্ণ রামনাম অর্থ দুই শ্লোকে হয়॥
এই চারি শ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্যা।
মহাপ্রভুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা॥

তথাহি—শ্লোকাঃ—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বংচিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাংতৎ কার্য্য মতোহরিরিত স্মৃতঃ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥
আনন্দৈক সুখ স্বামীশ্যামঃ কমললোচন।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধ্য সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিং লীলাধি দেবতাং।
রাধিকাং বলয়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

——

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীনাম মহিমা।

একদিন হরিদাস নির্জ্জনে বসিয়া।
মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় গর্জ্জে হুহুঙ্কার।
আচার্য্য গোঁসাই আসি করে নমস্কার॥
সঙ্কোচ পাইয়া হইল ভাবসম্বরণ।
আচার্য্য প্রণমি তিঁহ অর্পিল আসন॥

বসিয়া আচার্য্য গোঁসাই করে নিবেদন।
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন॥

কলিযুগ অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
চৈতন্য ভজয়ে যেই সেই বড় ধন্য॥

তুমি হও চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন্॥

অথবা কি মর্ম্ম জানি প্রেমানন্দে ভাস।
সর্ব্বজীবে হরিনাম কেন উপদেশ॥

নিবেদয়ে হরিদাস করি করজোড়ে।
তত্ত্ব তত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে॥

কিংবা ছল আচরহ পামর শাধিতে।
নিবেদন করি শুন যাহা পেরচিতে॥

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গূঢ় অবতার।
কোটী সমুদ্র গম্ভীর নামলীলা যাঁর॥

গুরুভাবে করায় তিঁহ আপনা ষজনে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্ব্বজনে॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কলিযুগ অবতার।
হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম সার॥

মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভিন্ন কভু নয়।
নামনামী ভেদ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

হরে— ভানুসুতা যেই কৃষ্ণ প্রিয়া শিরোমনি।
শ্রীচৈতন্যরূপে এবে হরে করি মানি॥

কৃষ্ণ— নন্দসুত বলিযারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোঁসাই॥

হরে— ব্রজের সর্ব্বস্বহরি নদে অবতার।
এই হেতু চৈতন্যের হরে নাম আর॥

কৃষ্ণ— জীবহৃদি করিয়া রোপিল ভক্তি বীজ।
অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম নিজ॥

কৃষ্ণ— কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণবরণ।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ নিরূপন॥

কৃষ্ণ— ন্যাসিবেশে আকর্ষিল পাষণ্ডিরগণ।
এই হেতু কৃষ্ণনাম তাঁহার গণন॥

হরে— স্বামাধুর্য্যে হরে তিঁহ ভক্তগন প্রান।
হরে নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান॥

হরে— স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরন।
শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহন॥

হরে— স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরে কলিযুগে সার॥

রাম— দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রসে অবিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম॥

হরে— হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব অমঙ্গল।
অতএব হরিনাম সর্ব্ব সুমঙ্গল॥

রাম— স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমন।
অতএব রামনাম করয়ে বহন॥

রাম— আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠেকাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম॥

রাম— কৌশল্যা নন্দন যিনি ত্রেতার শ্রীরাম।
সার্বভৌমে দেখাইয়া ধরে রাম নাম॥

হরে— স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁই অবতার।
অতএব হরে নাম হইল তাঁহার॥

হরে— স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কুর্ম্মাকৃতি হইল।
অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল॥

হরিনামের গূঢ় অর্থ করিল প্রকাশ।
আগম নিগম যাঁর নাহি জানে আশ॥
আর এক গূঢ় অর্থ আছয়ে ইহার।
শুনহ শ্রীপাদ সর্ব অর্থ তত্ত্বসার॥
মহামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম সার।
তিন নাম হইতে ষোল নামের বিস্তার॥

হরে— সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব হরে এবে তাঁর নাম গাই॥

রাম— শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার।
তেঁহ রামনাম তাঁর বিদিত সংসার॥

কৃষ্ণ— কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ।
তেকারন কৃষ্ণ নাম বুঝ অনুবন্ধ॥
মতান্তরে ষোল নাম চারি নাম সদর।
চারি নাম হইতে পঞ্চতত্ত্বের প্রচার॥

কৃষ্ণ— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই॥
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।
অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ॥

রাম— বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেমরসপুর॥
অথবা যথেষ্ট করে স্বপ্রেষ্ঠ রমন।
নিত্যানন্দ রাম-তেঁই গায় ভক্তগন॥
বমাশক্তি শ্রীঅসঙ্গ তার অবতার।
অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার॥

হরে—
অদ্বৈত হরিনাদ্বৈত ভক্তি শংসনে।
অতএব হরে নাম তোমার আখ্যানে॥

হরিয়া আনিলা দোঁহা নদীয়া নগর।
অতএব হরে নাম হইল তোমার ॥

হরে—

ভানুসুক্ত অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে রাম তাঁর ইহ জগতে বিদিত ॥
চারিনামে চতুর্মূর্ত্তি সর্বশাস্ত্রে কয়।
চতুর্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগ হয় ॥
এই যুগে চতুর্ব্যূহ এই চারিজন।
এসব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন ॥
এ চারি ঈশতত্ত্ব আরাধ্য যে জানি।
পঞ্চম সে জীবতত্ত্ব আরাধক মানি ॥
আরাধনা হয় কৃষ্ণের সুখের কারন।
আরাধনা যেই করে ভক্তে সে গণন ॥
বিশেষ্য বিশেষনে ভক্তের নাম হয়।
কৃষ্ণকে বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয় ॥
সেই কৃষ্ণ নন্দসুত দাস তাঁর ভৃত্য।
কৃষ্ণ দাস কহি কোন ভক্ত রূঢ়ি অর্থ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে নাম ভক্ত নাম জান।
বিশেষ্য বিশেষন ভক্তে করায় জ্ঞান ॥
হরে কৃষ্ণ দুই নাম বিশেষ্য লক্ষন।
হরে নাম দুই নাম তার বিশেষন ॥
হরে ভানুসুতা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
হরে রাম যাতে যে ভক্তেতে গণন ॥
হরে রাম হরে রাম ভক্তে সে কহয়।
শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কারো অনুভব নয় ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সদা করে গান ॥

সেই নামে হাসে তাঁরে ভব্য সকালে।
সেই নামে প্রভু তাঁরে প্রকাশে কৌশলে॥
পূর্ব্বে চারি ঈশতত্ত্ব করেছি নির্ণন।
ভক্ত তত্ত্ব মিলি এবে পঞ্চতত্ত্ব হয়॥
চারিনাম পঞ্চতত্ত্ব হল নিরূপন।
শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে বুঝে সেই জন॥
এত শুনি দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন কৈল।
পরষ্পর দোঁহে দোঁহার স্তুতি আরম্ভিল॥
আচার্য্য কহয়ে তুমি ভুবন মঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব বেত্তা তুমি সে কেবল॥
হরিদাস কহে, কভু তুমি তত্ত্বসার।
বেত্তা আমি স্তুতিনহে সেই-অনুসার॥

ইতি— শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর
কৃত হরিনামার্থ সম্পূর্ণ

যুগধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌর সুন্দর সংস্কীর্ত্তন পিতারূপে আবির্ভূত হইয়া কলিযুগ ধর্ম হরিনাম সংস্কীর্ত্তন নিজে আচরণ করে জগৎকে প্রদান করিনে।

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ,
বন্দে জগত প্রিয় করৌ করুনাবতারৌ॥

শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৩।১৪ শ্লোক—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়া যজতে মখৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যানে ত্রেতায় যজ্ঞঃ ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে যাহা লাভ করা যায়। কলিকালে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথাহি—বৃহন্নারদীয় বচন

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

সংকীর্ত্তন বিষয়ে শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের বর্ণন।

যথা—নাম রূপগুনাদিনামুচ্চৈর্ভাসতু কীর্ত্তনম্॥

ভগবানের নাম, রূপ, গুন এবং লীলা উচ্চারনই কীর্ত্তন নামে অভিহিত।

তথাহি—শ্রীভাগবত সন্দর্ভে—

বহু মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে।

বহুজনে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিলে, তাহাকে সংকীর্ত্তন বলা হইয়া থাকে।

সংকীর্ত্তন যজ্ঞই কলিযুগ ধর্ম্ম এতদ্বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের স্তবাবলীর বর্ণন—

যজ্ঞৈ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃস্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভবা—

দকৃষ্ণ কৃষ্ণাঙ্গং মখবিধিভিরুৎ কীর্ত্তন ময়ৈঃ।

তথাহি—ক্রমসন্দর্ভ

কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমশ্রিতাঃ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার॥

তথাহি—ভঃ ১১। ৫ ক্রম সন্দর্ভ

সংকীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গান সুখং শ্রীকৃষ্ণগানং॥

তথাহি শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ১১ ধৃত জাবালী সংহিতাবচন।

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥ ২॥

বহু ভক্তজন মিলিত হইয়া খোল করতাল বাদ্যও নৃত্যাদি সহ সম্যক প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুন লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে যে গান করেন তাহাকেই সংকীর্ত্তন বলা হয়॥ ১॥

যিনি বহু প্রকার আনন্দ অথবা সুখলাভ করিতে ইচ্ছাকরেন তাঁহাকে নিরন্তর শ্রীহরি নাম জপ ধ্যান গান ওবহু প্রকার কীর্ত্তন করিতে হইবে॥ ২॥

তথাহি—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত স্তবমালা গ্রন্থে—

হরে কৃষ্ণতুচ্চৈঃ স্ফুরিত বসনো নাম গননা।
কৃত গ্রন্থি শ্রেনী সুভগ-কটি সূত্রোজ্জ্বল করঃ॥
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগল খেলাঞ্চিত ভূজঃ।
সচৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যস্যতি পদং॥

যাঁহার রসনায় হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত যাঁহার সুন্দর কটি দেশেস্থিত বসন নাম গননার গ্রন্থীদ্বারা উজ্জ্বল,

যাঁহার নয়নদ্বয় বিশাল, যাঁহার আজানুলম্বিত ভুজ যুগল শোভমান দীর্ঘ অর্গলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, সেই চৈতন্যদেবকে আমার নয়নযুগল কি পুনরায় দেখিতে পাইবে।

শ্রীচৈতন্য মুখোদ্যগীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষরাত্মক শ্রীহরির যে নামাবলী জগতকে প্রেমরস নিমজ্জিত করিতেছেন সেই ষোড়শ নামাবলী জগতে জয়যুক্ত হউন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরানে এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন অতি সুস্পষ্ট উক্ত আছে শ্রীব্যাসদেব লোমহর্ষনকে বলিতেছেন —

তদহং যোহ ভিধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

তুমি মহাভাগবত অতএব তোমাকে লক্ষ্য করিয়া হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি উপদেশ দিতেছি॥

পদ্মপুরানে স্বর্গখণ্ডে বিষ্ণু ভজন মাহাত্ম্য বর্ণনে ২৪ অধ্যায়ে উক্ত রহিয়াছে।

হরিনাম মহামন্ত্রৈর্নশ্যেৎ পাপ পিশাচকম্।
হরেরগ্রে স্বনৈ রুচ্চৈর্নৃত্যং স্তন্নাম কৃন্নরঃ॥

যে কোন ব্যক্তি শ্রীহরির অগ্রে হরি নাম মহামন্ত্র নৃত্যাদি পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করে তাহার পাপরূপ পিশাচ বিনষ্ট হয়।

পুনাতি ভুবনং বিপ্র! গঙ্গাদি সলিলং যথা॥
হরেঃ প্রদক্ষিনং কুর্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ॥

করতালাদি সন্ধানঃ সুস্বরং কলশব্দিতম্।

গঙ্গাদি পবিত্র নদীর জল যেমন জগতকে পবিত্র করে, সেইরূপ করতালাদি দিয়া সুমধুর কণ্ঠে সেই ষোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীহরিকে প্রদক্ষিন করিলে জগত পবিত্র হয়।

কবি কর্নপুর বিরচিত "শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্যাস বর্নন প্রসঙ্গে বর্নিত রহিয়াছে।

ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ সমবদদতীব প্রমুদিতো।
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্ব্বদ মুহুরিতি শ্রীময়তনুঃ।

ততোঽসৌ-তং প্রোচ্য প্রতি বলিত রোমাঞ্চললিতো রুদংস্তত্তং কর্মারভত বহুদুঃখৈবিদলিতঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্যাস গ্রহন কালে যখন নাপিত ক্ষুর হস্তে লইয়াও শোকভরে কিছুতেই তদীয় কুঞ্চিত কেশ রাজি ছেদন করিতে পারিতেছেন না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণেতি বোল নাম উচ্চারন করিতে বলিলেন, তখন নাপিত সেই হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে করিতে রোমাঞ্চ পূর্ন দেহে রোদন করিতে করিতে ক্ষৌরাদি কার্য্য করিয়া ছিলেন।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় চৈতন্য শতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্তবৃন্দকে নৃত্যবাদ্য সহ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বিষন্নচিত্তান কলিপাপ ভীতান্
সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনাম মন্ত্রং।
স্বয়ং দদৌ-ভক্তজনান্ সমাদিশৎ
কুরুস্ব সংকীর্ত্তন নৃত্য বাদ্যৈঃ॥

শ্রীগৌর সুন্দর ভক্তগনকে কলি ঘোর ভীত ও বিষন্নচিত্ত দেখিয়া দেখিয়া স্বয়ং হরিনাম মন্ত্র প্রদান করিয়া ছিলেন এবং সম্যকরূপে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারন ও নৃত্যবাদ্যাদি সহ সেই হরিনাম মন্ত্র সংকীর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শৃণ্বন্তি যে বৈ গুরুতত্ত্ব গাথাং
নায়ন্তি যে বৈ হরিনাম মন্ত্রং।
পূজন্তি সাধু গুরু দেবতাঞ্চ
চৈতন্য ভক্তাঃ কলিকাল মধ্যে॥

কলিকালে যাঁহারা শ্রীগুরু তত্ত্ব কথা শ্রবন করেন যাঁহারা হরি নামমন্ত্র গান করেন এবং যাঁহারা সাধু গুরু ও দেবতা গনের সেবা করেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যভক্ত বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিরচিত বৃন্দাবন শতকের (১৭) বর্ণন—

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য নামাবলি সিদ্ধ মন্ত্রান।
কৃষ্ণমূর্ত্তি চৈতন্য দেবোপগীতান্
কদাভাস্য বৃন্দাবনে শ্যাং কৃতার্থঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক উপগীত অর্থ্যাৎ অধিকরূপে কীৰ্ত্তিত হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি সিদ্ধ মন্ত্র মূখ্য স্বরূপ মহাশ্চর্য্য নামাবলী বৃন্দাবনে বাস করতঃ করে ঐ নামাবলী কীৰ্ত্তনের অভ্যাস করিয়া কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরি ভক্তি বলাসের একাদশ বিলাসের বর্ণন—

সর্ব্বা সর্ব্বকালেষু যেহপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নাম সংকীৰ্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

সর্ব্বদেশে সবকালে যাহারা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ জ..ক কার্য্য করে, শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহারাও বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

কলে দ্দোষ নিধেরাজনস্তি হ্যেকো মহান গুনঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও এই একটি গুন দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন করিলে ভব বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত স্তবাবলীর বর্ণন—

নিজত্বে গৌড়ীয়ান জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণ তোবং গননবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরনীং যস্যতি পুনঃ ॥

শ্রীশচীনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে পরিদৃশ্যমান গৌড়দেশে বাসীগনকে আপনার করিয়া লইয়া গণন বিধি অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শনাম তোমরা কীর্ত্তন কর জনকের ন্যায় তাহাদিগকে এরূপ আদেশ করিতেছেন সেই শচীনন্দন পুনরায় কি আমার নয়ন পথে পথিক হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার জন্মলগ্নে অদ্বৈত প্রভুকে এই তারক ব্রহ্ম নাম উপদেশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জন্মকালীন মাতৃদুগ্ধ পান না করায় জগন্নাথ মিশ্র অদ্বৈত প্রভুকে আনয়ন করেন। অদ্বৈত প্রভু গোপনে প্রভু সমীপে দুগ্ধ পান না করার কারন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় হরিনাম না দিয়াই আমার পিতা মাতায় দীক্ষা দিয়াছেন

অদ্বৈত প্রভু হরিনামের বিধান জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন। এতদ্বিষয়ে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের বর্ণন—

প্রভু কহে কহ হরিনামের বিধান।
মহাপ্রভু কহে নিত্য সিদ্ধ ষোল নাম॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
যদ্যপি আচার্য্য এই ষোল নাম জ্ঞাত।
গৌর মুখচন্দ্রে শুনি হৈলা প্রেমোন্মত্ত॥

তপন মিশ্র প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিবার উপদেশ বিষয়ে চৈতন্য ভাগবতের দ্বাদশ অধ্যায়ের বর্ণন—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারন॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন লয় নাম যাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেইজনে ভজে কৃষ্ণ তার মহা ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত করিয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি বৃহন্নারদীয় বচন ৩৮। ১২৬ শ্লোকঃ
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি মিশ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রনাম করয়ে বহুতর॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য খণ্ড ২৩ অধ্যায়

আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহি লাও এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সভার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করি ও সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপ মিলি কর গিয়া ঘরে॥

পূর্ব্বোক্ত পয়ার গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয় মান হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন যে, হরে কৃষ্ণ-মহামন্ত্র জপ্য ও সংকীর্ত্তনীয়। "ইহা গিয়া জপ সভে" বাক্যে জপের বিধান প্রদান করিয়াছেন। আর

"ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার" বলায় এই হরেকৃষ্ণ নাম "সর্বক্ষন বল ইথে বিধি নাহি আর" বাক্যাদিতে সর্বক্ষন উচ্চারন ও উচৈচঃস্বরে সংকীর্ত্তনের বিধান নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

নামবিষয়ে কাশীতে প্রকাশানন্দের সভায় বর্ণন—

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোর বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইতে স্বভাব।
যেই জপে তার উপজায়ে কৃষ্ণে ভাব॥
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃন তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণ নামের ফল প্রেমা সর্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার হইল উদয়॥
° ° ° ° ° °
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্বজন॥
° ° ° °
এই তার বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণ নাম কভু গাওয়ায় নাচয়ে।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥

প্রেমানন্দের মনঃ শিক্ষার বর্ণন—

দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রানে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে হৃদয় শোধিল যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥

ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গাল পাইয়ে খাইল নাচিয়ে বাজাইয়ে করতালি ॥
° ° ° ° ° °
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ॥

ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনায় —

গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায় ॥

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃন ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
রজত পর্বত যেন ধুলাতে লোটায় ॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এলো আর গেলো ॥

——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ পরিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইল মুঞি দুরাচার ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ কল্পতরু ছাড়া যাঞা
সব জীব তাপ দূরে গেল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ বিষম মাতিয়া রইনু
হেন যুগে নিস্তার না হইল ॥

অনলে পুড়িয়া মরে জলে পরবেশ করে
বিষ খেয়ে মরে দুঃখ পাইয়া।
হেন মত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
হেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন মৃত গোবিন্দ দাস।

— —

পতিত দুর্গতি দেখি আঁখি যুগলয়ে
কত ধারা বহে প্রেম জলে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উপদেশ করাইয়া
তুমি আমার আমি তোমার বলে॥
করুণা শুনিতে প্রান কান্দে।
তাপিত ত্রিজগত প্রেমজলে সিঞ্চিত
শীতল করল গোরাচাঁদে॥
খোল করতাল পঞ্চম রসাল অবনী করল ধনি।
গোকল গোকুল বৈভব হইয়া আইল পরশ মণি॥

— —

জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় জয় অনুরাগ ভাব কলেবর॥
কহইতে গদ গদ আধ আধ বোল।
প্রেমে গর গর মন আনন্দ হিল্লোল॥
হরিভজন পহুঁ করল উদ্ধারে।
অতএব মহামন্ত্র যাচিল সবারে॥

সে আজ্ঞা নিজ নিজ ভজন অনুসারে।
কত কত পাতকী পাইল ভব-পারে।
মুক্রি ত পাপিষ্ঠ অতি তাহা না মানিয়া।
সংসার সাগর ঘোরে রহিনু পড়িয়া॥
এ রাধামোহন কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমা উদ্ধার কর প্রভু দয়াল গৌরহরি॥

উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তন বিষয়ে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ—বৃন্দাবন—শ্রীক্ষেত্র—বাসী বৈষ্ণব মণ্ডলী ও ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমিত।

শ্রীহরিনাম মঙ্গল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বৈষ্ণব মণ্ডলী ও পণ্ডিত বর্গের অভিমত পরিবেশিত হইল, তবে গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির কারনে সবার নাম উল্লেখ করাসম্ভব হইল না। প্রয়োজনে মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপঃ

প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্রস্য প্রতিলিপিরেষা।

হরেকৃষ্ণাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক নামমন্ত্রস্য গণনবিধিমন্তরেণ কলৌ সংকীর্ত্তনযোগ্যত্বমস্তি ন বেতি প্রশ্নস্যোত্তরম—

শিষ্টাচারানুমিতয়া কলৌ ভগবন্নাম সংকীর্ত্তয়ে দিতি শ্রুত্যা নামত্বেন সকলনামসংকীর্ত্তনস্য পরিপ্রাপ্তত্বাৎ গণনবিধিমন্তরেণ নামান্তর সংকীর্ত্তনমিব গণনবিবিমন্তরেনাপি হরেকৃষ্ণেত্যাদি তারকব্রহ্মনাম

সংকীর্ত্তনং ভক্তজনাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কর্ত্তুং শক্নুবন্তো। অন্যথা একত্র নির্নীতঃ শাস্ত্রার্থোহন্যত্রাপি বাধকং বিনা তথেতি নিয়মেন বিনিগমকাভাবেন চ মহামন্ত্রাত্মক নাম সংকীর্ত্তন ইব নামান্তর সংকীর্ত্তনেহপি গণনবিধেবনুষ্ঠেযত্বং প্রসজ্যেত। গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভো ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রে কীর্ত্তন পদস্য জপমাত্রপরত্বং ন তু সংকীর্ত্তন পরত্বং। অন্যথা গণনাবিধিমন্তরেণাপি জপস্য সম্পূর্ণ ফলজনকত্বং প্রসজ্যেত।

শাস্ত্রান্তরে জপ এব গণনবিধেবিধানাৎ বৈষ্ণব শাস্ত্রস্যাপি তত্রৈব তাৎপর্য্যাং ন তু সংকীর্ত্তনাদৌ। জপে বার সংখ্যা নিয়মোবর্ত্ততে। কুত্রচি দষ্টোত্তরশতসংখ্যা, কুত্রচিদষ্টাধিকসহস্রসংখ্যা কুত্রচিচ্চ ততোহধিক সংখ্যা সুতরাং গণনবিধিমন্তরেণ তাদৃশসংখ্যায়া নির্ণেতুম-শক্যত্বাৎ গণনবিধেরাবশ্যকত্বং।

সংকীর্ত্তনে কাল সংখ্যা নিয়মোবর্ত্ততে কুত্রচিৎ প্রহরাত্মক কালং, কুত্রচিচ্চ ততোহধিকঃ কালঃ অতঃ কালসংখ্যা নির্ণয়োপায় এবা-লম্বনীয়ঃ বার সংখ্যায়া অভাবাৎ জপোক্তগণনবিধেরনাবশ্যকত্বমেব। তত্রাপি জপোক্তগণনবিধেরাবশ্যকত্বং যে মন্যন্তে তেষাং শাস্ত্রমীমাংসাশক্তিঃ সুদূপরাহতৈব। অতস্তৈর্গণনবিধিনা "হরেকৃষ্ণেত্যাদিনাম" সংকীর্ত্তনং কর্ত্তব্যমিতি যঃ সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ সোহপসিদ্ধান্তত্বাৎ সর্ব্বৈরনাদেয় এব। এবঞ্চ সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ "হরেকৃষ্ণেত্যাদি নাম" সংকীর্ত্তনে যে বিঘ্নমাচরন্তি তেহবশ্যং প্রত্যবায়িন এব। তৎপ্রত্যবায়পরিহারোপায়ং ভগবানের জানাতি। অত্র ভক্তজনসমীপে সাদর সমাবেদনমিদং তে সর্বে সর্বান্তঃকরণেনোচ্চৈঃ "হরে-কৃষ্ণেত্যাদি" দ্বাত্রিংশদক্ষর নামমতঃ সংকীর্ত্তয়ন্তো জগৎ পুনন্তু, ভগবৎ-প্রেম্নিমজ্জয়ন্তু চেত্যস্মাকং মতং।

* ব্যবস্থাপত্রের বঙ্গানুবাদ *

হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষরাত্মক নামমন্ত্র গণনবিধি পরিত্যাগ করিয়া কলিকালে সংকীর্ত্তন করা যাইতে পারে কিনা ? এই প্রশ্ন

তাহার উত্তর—শিষ্টাচারানুমিত "কলিকালে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবে " এই শ্রুতিদ্বারা নামত্ব পুরস্কারে সবল নামের সংকীর্ত্তনত্ব লাভ হইতেছে বলিয়া গণনবিধি বর্জ্জনপূর্বক যেমন ভগবানের অন্য নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারা যায়, সেইরূপ গণবিধি ত্যাগ করিয়া "হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি" তারকব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তনও ভক্তগন সর্বস্থানে সকল সময়ে করিতে পারেন। অন্যথা শাস্ত্রার্থ একস্থানে যেরূপ নির্নীত হয়, বাধিকাভাবে অন্যত্রও সেইরূপ হয় এই শাস্ত্রীয় নিয়ম দ্বারা ও বিনিগমকাভাব প্রযুক্ত (এক পক্ষের যুক্তির নাম বিনিগমনা)।

মহামন্ত্রাত্মক নাম সংকীর্ত্তনের ন্যায় নামান্তর সংকীর্ত্তনেও গণনবিধির অনুষ্ঠানের আপত্তি হইতে পারে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে গণনবিধি দ্বারা হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম তোমরা কীর্ত্তন করিও, এই যে কীর্ত্তন পদ আছে, তাহা জপ-পর সংকীর্ত্তন পর নহে অন্যথা গণনবিধি ব্যতিরেকেও জপ সম্পূর্ণ ফলদায়ক হউক।

শাস্ত্রান্তরে জপেতেই গণনবিধির বিধান আছে বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রেরও তাহাতেই তাৎপর্য্য, সংকীর্ত্তনাদিতে নহে৷ জপে বার সংখ্যায় নিয়ম আছে, কোন স্থলে ১০৮ এক শত আট সংখ্যা কোন স্থলে ১০০৮ এক হাজার আট সংখ্যা কোথাও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা, সুতরাং গণনবিধি ব্যতিরেকে তাদৃশ সংখ্যা নির্ণন করিতে পারা যায় না বলিয়া, জপে গণনবিধির আবশ্যকত্ব কথিত হইয়াছে।

সংকীর্ত্তনে কাল সংখ্যা নিয়ম আছে, কোথায় প্রহরাত্মক কাল, কোথায় বা ততোধিক কাল, অতএব সংকীর্ত্তনে কাল সংখ্যা নির্ণয়োপায়ই অবলম্বনীয়। বার সংখ্যার অভাব প্রযুক্ত সংকীর্ত্তনে জপোক্ত গণনবিধির কোন আবশ্যকতা নাই। তথাপি সংকীর্ত্তনে জপোক্ত গণনবিধিব আবশ্যকতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের শাস্ত্র মীমাংসা-শক্তি সুদূর পরাহতই জানিতে হইবে। অতএব তাঁহা দিগের "গণনবিধির দ্বারা হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এই যে সিদ্ধান্ত, তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া সকলে তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া জানিবেন। আরও সবদেশ প্রসিদ্ধ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সংকীর্ত্তনে যাহারা বাধা দেয়, তাহারা নিশ্চয়ই পাপভাগী ; তাহারা যে কি উপায়ে এই দুরন্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে তাহা সর্ববেত্তা ভগবানই জানেন। অধুনা ভক্তজন সমীপে সাদর আবেদন এই যে তাঁহারা আন্তরিকভাবে উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষর নামমন্ত্র সংকীর্ত্তন করতঃ জগৎকে পবিত্র ও ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন করুন ইহাই আমাদের মত।

॥ প্রমাণানি ॥

তথাচ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতপ্রণেতৃ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্বেদব্যাস বিরচিতাষ্টদশপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং।

লোমহর্ষণ উবাচ— যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতং
মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদান বিভো ॥ ১ ॥

দ্বৈপায়ণ উবাচ—
গ্রহণাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপায়ী সর্ব্বসিদ্ধিযুতোভবেৎ ॥ ২ ॥

তদহং বোঽভিধাস্যামি মহাভাগবতোঽহসি ॥ ৩ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

অস্য জপ্যত্বমাহ—

ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকালকল্মষাপহং ।
নাতঃ পরোতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসাগম মতেষু চ ।
মীমাংসা বেদবেদান্ত বেদাঙ্গেষু সমীরিতম্ ॥ ৫ ॥

অস্য কীর্ত্তনীয়ত্বমাহ—

তন্নামকীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয় বিনাশনং ।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
নাম সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

অস্য নিত্যত্বমাহ —

নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা ।
সুরাপোব্রহ্মহা স্তেয়ী রোগী ভগ্নব্রতোঽশুচিঃ ॥ ৮ ॥
স্বাধ্যায়বর্জ্জিতঃ পাপোলুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ ।
অব্রতী বৃষলীভর্ত্তা কুলটা সোম বিক্রয়ী ॥ ৯ ॥
সোঽপি মুক্তিমবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১০ ॥

তথা কলিসন্তরণোপনিষদি—

ওঁ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম—
কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেনমিতি ।

সোঽবাচ ব্রহ্মা—সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু, যেন কলি সংসারং তরিষ্যসি । ভগবত আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধুতকলির্ভবতি ।

নারদঃ পুনঃ প্রপচ্ছ—তন্নাম কিমিতি ?

সোহবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নং—কলিকল্মষনাশনং।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে ॥
ইতি ষোড়শ কলাবৃতস্য জীবস্যাবরণ বিনাশনং।
পুন র্নারদঃ প্রপচ্ছ—ভগবন্ কোহস্য বিধিরিতি ॥

তং উবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সরূপতাং সমীপতাং সাযুজ্যতামেতি। যদাস্য ষোড়শকাস্য সার্দ্ধত্রিকোটীর্জপতি তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি ইত্যাদি।

* বঙ্গানুবাদ *

ইহাই প্রমাণ শ্রীশ্রীমদভাগবত প্রণেতা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে।

যথা—লোমহর্ষণ শ্রীশ্রীবেদব্যাসকে বলিলেন যে—

১। হে বিভো! হে নাথ! আপনি "হরিনাম" সংজ্ঞক সকলাভীষ্ট সিদ্ধিকারক ব্রহ্ম পদপ্রদ যে মন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, সেই হরিনামাখ্য মন্ত্র আমাকে বলুন।

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন—

২। হরিনামাত্মক মন্ত্র গ্রহণ মাত্র জীব ব্রহ্মময় হয়; এমন কি সুরাপায়ী ব্যক্তি ও হরিনাম গ্রহণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া সকলাভীষ্ট লাভ করে।

৩। আমি তোমাকে শ্রীহরির সেই নাম বলিতেছি যেহেতু তুমি পরম ভগবদভক্ত। সেই নাম যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এক্ষণে শ্রীব্যাসদেব এই নাম মন্ত্রের জপবিধান জানাইতেছেন যে—

৪। পূর্বকথিত হরিনামাত্মক মহামন্ত্র ত্রিকালে (প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে) একশত অষ্টবার করিয়া জপ করিলে মানবের সকল পাপ ধ্বংস হয়। এতদ্ব্যতীত পাপ ধ্বংসের আর অন্য উপায় নাই ; ইহাই সকল বেদে কথিত আছে।

৫। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, আগম, মীমাংসা বেদান্ত ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ষোড়শনামাত্মক হরিনাম ভিন্ন পাপনাশের উপায়ান্তর নাই)।

শ্রীব্যাসদেব স্বয়ং এক্ষণে ঐ মহামন্ত্রের সংকীর্ত্তন বিধান করিতেছেন যথা—

৬। পুনরায় (জপ বিধানের পর) পূর্ববর্ণিত ষোড়শ নামাত্মক হরিনাম সংকীর্ত্তম করিলে, জীবগনের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ হয় এবং ঐ নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

৭। ঐ ষোড়শ নামাত্মক হরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ পুণ্য হইতে অপর শ্রেষ্ঠ পুণ্য আর ত্রিজগতে নাই। উক্ত নাম সংকীর্ত্তন জন্য মানব, নিস্তারক ব্রহ্মের দর্শন পাইয়া থাকেন।

সম্প্রতি শ্রীব্যাসদেব ঐ মহামন্ত্রের প্রতিদিন সংকীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিতেছেন। যথা—

৮। ৯। ১০ যেহেতু ঐ মহামন্ত্রাত্মক তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তন

হইতে আর অপর পুণ্যজনক কিছুই নাই। এজন্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা (প্রতিদিন ও সর্ব্বক্ষণ) পূর্বকীর্ত্তিত ষোড়শনামাত্মক তারকব্রহ্ম নামসংকীর্ত্তন করিবেন। প্রত্যুত যেমন প্রতিদিন পূজা না করিলে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য পাপ হয়। সেইরূপ প্রত্যহ এ মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তন না করিলেও পাপ হইবে। শ্রীভগবানের (এ মহামন্ত্রাত্মক) নাম সংকীর্ত্তন করিলে মদ্যপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্থবর্ণাপহারী, কুষ্ঠাদি মহাব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি গৃহীত ব্রতের ভঙ্গকারী, শৌচরহিত, বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপাপানুষ্ঠনকারী প্রাণী হিংসক, খল, প্রতারক, স্বধর্ম্মত্যাগী শূদ্রানী উপভোগকারী দ্বিজ বেশ্যাভিগামী মদ্যবিক্রয়ী এই সকল পাপীগণও পরমামুক্তি লাভ করিয়া থাক।

"নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা" এই শ্লোকে সদা পদের দ্বারা পূর্ববিহিত সংকীর্ত্তনের নিত্যতা অর্থাৎ প্রতিদিন করা কর্ত্তব্য এবং না করিলে পাপ হয়। ইহাই দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে (স্মৃতিশাস্ত্রে যদকরণে প্রত্যবয়ে স্তন্নিত্যং" অর্থাৎ যে কর্ম না করিলে পাপ হয় তাহাই নিত্যকর্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই নিত্যতা বিধায়ক পদ আটটী যথা— ১। নিত্য, ২। সদা, ৩। যাবজ্জীবন, ৪। অনতিক্রমনীয়, ৫। প্রাপ্তকর্ম্মাতিক্রমে দোষ শ্রুতি, ৬। অত্যজ্যতা, ৭। ফলশ্রুতি ও ৮। বীপ্সা।

প্রমাণ শ্রীএকাদশীতত্ত্বে—

"নিত্যংসদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
উপেত্যাতিক্রমে দোষ শ্রুতেরত্যাগদর্শনাৎ॥
ফলশ্রুতির্বীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতিকীর্ত্তিতং।
ইত্যষ্টধা নিত্যত্বসাধকং॥"

কলিসন্তরণ উপনিষদের প্রমাণ যথা—

দ্বাপর যুগের অবসানে দেবর্ষি নারদ সমস্ত পৃথিবী মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে একদিন ভগবান ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবান। কি উপায়ে এই ঘোর পাপাত্মক কলিতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তাহা আমাকে বলুন ব্রহ্মা তখন বলিতে লাগিলেন—বৎস নারদ। তুমি ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সেই সকল বেদের অতি গোপনীয় মর্মকথা তুমি শ্রবণ কর যাহার দ্বারা এই ঘোর কলিযুগে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে সেই আদি পুরুষ শ্রীভগবন্নারায়ণের নাম উচ্চারণ মাত্রই কলি হইতে উদ্ধার পাইবে।

নারদ পুনরায় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই নামটী কি? (অর্থাৎ ভগবন্নারায়ণের অনেক নাম মধ্যে কোন্ নাম কলি-নিস্তারক তাহা আমায় বলুন)।

তখন ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীভগবানের এই ষোড়শ নামই কলিপাপ বিনাশক। ইহা অপেক্ষা কলিপাপ নাশের শ্রেষ্ঠতর উপায় সমগ্র বেদাদিত উক্ত নাই।
এই নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা ষোলকলায় পরিপূর্ণ জীবের অজ্ঞান আবরণ বিনাশ হয়।

পুনরায় দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেব! এই মন্ত্রের বিধি কি? (অর্থাৎ কি প্রকারে ইহার কীর্ত্তন জপাদি করিতে হইবে তাহা আমায় বলুন।)

ব্রহ্মা বলিলেন এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে কোন বিধি নাই। (অর্থাৎ

শুচি, অশুচি, দেশ, কাল, পাত্র, অধিকারী, অনধিকারী উচ্চারণে উচ্চৈঃস্বর বা নিম্নস্বর প্রভৃতি কোন নিয়মই নাই।

শুচি বা অশুচি অবস্থায় যে কোন সময় যে কেহ ঐ নাম উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিলে শ্রীভগবানের সালোক্য, সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্যতা লাভ করে॥ ঐ ষোড়শ নাম সাড়ে তিন কোটী জপ করিলে ব্রহ্ম হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনতঃ

প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্রস্য প্রতিলিপিরেষা।

ভক্ত্যঙ্গেষু শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদীনাং প্রাধান্যং সৌলভ্যাৎ সৌকর্য্যাচ্চ। তত্র চ যথাকথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে” ইতি স্মরণস্যৈব জপত্বঞ্চাভিমতং। “মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্য ভিধীয়তে” ইত্যুভয়ো সারূপ্যাৎ। কিন্তুস্তি অত্র কশ্চিদ্বিশেষঃ যথা স্মরণং নামরূপলীলা-গুণাদীনামপি ভবতি। জপস্তু মতস্য মাস্যশ্চ।

নামরূপ গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনমিতি কীর্ত্তনমপি নামরূপ লীলাগুণাদীনাং ভবতি। ততশ্চ মায়ঃ জপঃ কীর্ত্তনঞ্চোভয়মপি ভবতি। কলিপাবনাবতারেণ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেন “কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাদিতি।”

কলিযুগধর্ম্মস্য হরিনাম সংকীর্ত্তনস্য প্রচারঃ কৃতস্তত্র চ যথৈকেনৈব সাধনেন সর্বলোকনিস্তারঃ স্যাদিতি বিচার্য্য কলিসন্তরণোপনিষদুক্ত শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রঃ সর্বৈভ্যঃ সমুপদিষ্টস্তস্য চ শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রত্বা দেকেনৈব তেন

জপঃ স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ সম্পদ্যতে। সতস্মাৎ সসংখ্যজপং নামস্মাৎ কীর্ত্তনং মহাত্মাচ্চা সংখ্যাতং বহুভির্মিলিত্বা স্বরতাললয়েন বাদ্যাদিনাপি নৃত্যাদিনাপি বৃত্যাদিপুংসের মুচ্চৈর্গানঃ সংকীর্ত্তনঞ্চ সম্ভবতীতি নাত্র কশ্চিদ্বিবাদাবসরং শাস্ত্রসদাচার সিদ্ধত্বাদিতি বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদাঃ বিনর্শঃ। এই ব্যবস্থা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণের শিরোধার্য্য। আমরা চিরদিন ব্যবস্থার লিখিত বত্রিশ অক্ষরাত্মক হরিনাম মহামন্ত্রের উচ্চ সংকীর্ত্তন বিনা সংখ্যায় অষ্টপ্রহরাদি মহোৎসবে করিয়া আসিতেছি ও দেখিয়া আসিতেছি ১৩২৮ সন, ২১ শে আশ্বিন।

---

* বঙ্গানুবাদ *

সহজলভ্যতা ও সুখসাধ্যতা হেতু ভক্তি-অঙ্গসমূহ মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণাদির প্রাধান্য। তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মানসিক সম্বন্ধের নাম স্মরণ। এইহেতু স্মরণের জপাত্ব অভিমত বটে। কিন্তু যদিও "মতস্য মুলমুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে" এই শাস্ত্র প্রমাণে উক্ত উভয়াঙ্গের তুল্যরূপপতা প্রতিপাদিতা বটে তথাপি এতদুভয়ের কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে। যথা—নাম, রূপ, গুণাদি সমস্তের স্মরণ করা, কিন্তু কেবলমাত্র নামের ও মন্ত্রের জপই বিধি বোধিত॥

"নাম রূপ গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাবাতু কীর্ত্তনঃ" এই শাস্ত্র নিরুক্তি মতেও যদিচ নাম লীলা গুণাদির কীর্ত্তন করাই বিধি, তথাপি হরি নামের জপ কীর্ত্তন দুইই হয়। যেহেতু "কৃতে যদ্ধ্যায়তোবিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাদিতি" যুগ ধর্ম নির্দ্দেশক এই শাস্ত্র প্রমাণের লক্ষিত যে হরিনাম সংকীর্ত্তনটি কলিপাবনাবতার শ্রীমন্

মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে একই সাধনে সর্বলোকের নিস্তার বিচারপূর্বক কলিসন্তরন উপনিষদুক্ত শ্রীশ্রীহরিনাম মহামন্ত সমস্ত জনগণকে উপদেশ করিয়াছেন।

মহামন্ত্র বলিয়া ইহা দ্বারা জপ স্মরণ সংকীর্ত্তন ত্রিবিধাঙ্গ ভক্তিযাজন সম্পন্ন হয়। মন্ত্রত্ব হেতু সংখ্যাপূর্ব্বক জপ, নামত্ব হেতু সংকীর্ত্তন এবং মহামহিমত্ব হেতু বহুজনে মিলিত হইয়া স্বর-তাল-নৃত্য বাদ্যাদির সহিত সংখ্যাবিধি-বিরহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও সংকীর্ত্তন সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিবাদের অবসর মাত্র নাই ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ এবং সদাচারসিদ্ধ ভজনব্যাপার। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিদ্ পণ্ডিতগণের অভিমত।

শ্রীশ্রীক্ষেত্র ধামতঃ

প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্রস্য প্রতিলিপিরেষা।

হরেকৃষ্ণেতি মহামন্ত্রস্য গণবিধি মন্ত্ররেণ কীর্ত্তনযোগ্যত্বমস্তি নবেতি প্রশ্নস্যোত্তরম্।

হরেকৃষ্ণেতি মহামন্তস্য মন্ত্রত্বাৎ বিধি বিশেষণ জপ্যত্বং নামত্বাৎ কীর্ত্তনীয়ত্বং। দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মহামন্ত্রে মন্ত্রত্বং নামত্বঞ্চোভয়ং বিদ্যতে অতএবাস্য জপ্যত্বং কীর্ত্তনীয়ত্বঞ্চোভয়ং শিষ্টাচার পরম্পরাপ্রাপ্তং। প্রচলিত কলিসন্তারণোপনিষদি ফলবিশেষে জপ্যত্বং কীর্ত্তনীয়ত্বঞ্চ প্রতিপাদিতং। তথাহি ব্রহ্মাণং প্রতি নারদেনোক্তং কোহস্যাবিধি রিতি, সোবাচ নাস্যাবিধি রিতি সর্বদা শুচিরশুচির্ব্বাপঠন্ ব্রাহ্মণং সলোকতাং সরূপতাং সমীপতাং

সাধুজ্যত্বাঞ্চেতি " অত্র পঠন্নিতি পদেন কণ্ঠতাম্বাদ্যভিঘাতজন্যোচ্চৈরুচ্চারণ বিশেষকীর্ত্তনরূপপাঠো গৃহ্যতে। "যদাস্য ষোড়শকস্য সার্দ্ধত্রিকোটীর্জ্জপতি তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি " অত্র জপশব্দেন মননরূপো জপো গৃহ্যতে। যদ্যপি বীজাদি নম আদ্যন্তত্বে সতি দেবতাপ্রতিপাদকং মন্ত্রত্বমত্র নাস্তি তথাপ্যত্র মহামন্ত্রে শিষ্টৈঃ পারিভাষিকমন্ত্রত্বং স্বীকৃতং নিরুক্ত মন্ত্রাণাং ত্রিবর্ণ কর্ত্তৃকজপ্যত্বং তেষাং সবীজত্বেন বেদমূলকত্বাৎ বেদ শূদ্রাণামাধিকারা-ভাবাৎ।

অতএব কৃপাপরৈরাচার্য্যৈরীশ্বরেচ্ছয়া ত্রীণি বীজানি ভঙ্‌ক্ত্বা সকৃদাবৃত্ত্যা ষোড়শনামাত্মকো মন্ত্রঃ কৃতঃ যেন মননানুপযুক্তানাং শূদ্রানামপি কীর্ত্তনেন সর্বশ্রেয়ঃ সিদ্ধিঃস্যাৎ অতএবাস্য সর্বতারকত্বাৎ তারকব্রাহ্মনামত্বং মননকীর্ত্তনোভয় সাধকত্বাৎ মহামন্ত্রসংজ্ঞা সাধুসঙ্গচ্ছত ইতি নির্ব্বিচিকিৎসং সহৃদয়ৈর্মন্তব্যানিতি।

---

* বঙ্গানুবাদ *

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই মহামন্ত্র সংখ্যাবিরহিতভাবে সংকীর্ত্তন করা যাইতে পারে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর যথা—

হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র—মন্ত্র মধ্যে পরিগণিত বলিয়া নিয়মানুসারে উহা জপযোগ্য এবং ঐ মহামন্ত্র নামরূপ বলিয়া উহা সংকীর্ত্তন যোগ্য। ষোড়শ নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রে মন্ত্র ও নাম এই উভয় ধর্ম্মই আছে, এইজন্য ঐ মহামন্ত্রের জপ ও

ও কীর্ত্তন উভয়ই সাধুগণ কর্ত্তৃক চিরদিন আচরিত হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত কলিসন্তরণ উপনিষদ্ গ্রন্থে ঐ মহামন্ত্রের কোন কোন ফলের জন্য জপ ও কোন কোন ফল লাভের জন্য কীর্ত্তন বিহিত আছে। যথা— ব্রহ্মাকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ মহামন্ত্র কোন বিধানে অনুষ্ঠেয় ? (অর্থাৎ জপ বিধায়ন অথবা সংকীর্ত্তন বিধানে ?) ব্রহ্মা বলিলেন, মহামন্ত্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি নাই। শুচি অবস্থাতেই হউক অথবা অশুচি অবস্থাতেই হউক যে কোন সময় ঐ তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র পাঠ করিলে তিনি সালোক্য সামীপ্য ও সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি পাইয়া থাকেন। এখানে যে পাঠ শব্দ আছে উহার দ্বারা কণ্ঠঃ তালু প্রভৃতি অভিঘাত জন্য উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ বিশেষ যে সংকীর্ত্তন, ইহাই প্রকাশ হইতেছে। যে ব্যক্তি ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্র সাড় তিন কোটী সংখ্যক জপ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এখানে এই জপ শব্দের দ্বারা মননরূপ জপই বুঝিতে হইবে। যদিও বীজ আদিতে নমঃ শব্দ অন্তে থাকিয়া দেবতাবোধকত্বরূপ মতত্ব এই মহামন্ত্রে নাই, তথাপি এই মহামন্ত্রে সকল সজ্জনগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত পারিভাষিক মন্ত্রত্ব আছে।

ওঁকারাদি নমঃ শব্দান্ত দেবতাপ্রতিপাদকরূপ মতসমূহের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জপে অধিকার আছে। কারণ ঐ সকল মত বেদমূলক। বেদোক্ত মত জপে শূদ্রগণের অধিকার নাই। এজন্য কৃপাপরবশ আচার্য্যগণ জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তিনটি বীজ হইতে একবার আবৃত্তি দ্বারা ষোলনামাত্মক এই মহামন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদোক্ত মন্ত্র জপে অনধিকারী শূদ্রগণও এই মন্ত্র সংকীর্ত্তনের দ্বারা সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব এই মহামন্ত্র শূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের নিস্তারক বলিয়া ইহার তারকব্রহ্ম নাম—সংজ্ঞা জপ্য ও সংকীর্ত্তনীয়

বলিয়াই ইহার মহামন্ত্র সংজ্ঞা সুন্দর সঙ্গত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাই সহৃদয় জনগণ জানিবেন। ইতি—

॥ ভট্টপল্লীতঃ ॥

প্রাপ্তব্যবস্থাপত্রস্য প্রতিলিপিরেষা।

বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি সকল পুরাণবেত্তা, নানাদর্শনবিদ্ বাঙ্গলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ মণীষি পণ্ডিত ভট্টপল্লী নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সানুগ্রহ প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি যথা—

হরেকৃষ্ণাদি বচনস্য মহামন্ত্ররূপত্বেহপি মন্ত্রাত্মক রামশব্দ।
কৃষ্ণাদিশব্দবৎ তস্য সংখ্যাবিরহিতমুচ্চৈরুচ্চারণমপি বৈধম্ ॥

নাম্নোঽস্য যাদৃশীশক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

ইতি—বিষ্ণুপুরানবচনার্থবাণাক্ষিপ্ত বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ প্রত্যক্ষবিধ্যেন্তর প্রাপ্তত্বাচ্চ।

গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভো ইত্যাদি ভক্তবাক্যেষু গণনবিধি স্তবাচিকজপরূপ কীর্ত্তন পর। কলিসন্তরণোপনিষদুক্ত্যা বিধিবিশেষ পরিশূন্য ষোড়শমন্ত্রাত্মক নাম মন্ত্রস্য পঠনীয়তা প্রতিতের্জপে ফলবিশেষ শ্রুতেশ্চ। নচ কলিসন্তরণোপনিষদি ন হরেকৃষ্ণেত্যাদি দ্বাত্রিংশদক্ষর-মতাভিধানং কিন্তু হরে রামেত্যাদি মন্ত্রোভিধানমিতি মহদ্বৈলক্ষণ্য মিতিবাচ্যং ষোড়শ-মন্ত্রানাং তদুক্তানাং হরেকৃষ্ণেত্যাদৌ হরেরামেত্যাদৌ সত্বেন বস্তু তোভেদা-ভাবাৎ। ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নদেবশর্ম্মণাম্ ! শ্রীজগদ্দুর্লভস্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাম্

* বঙ্গানুবাদ *

উক্ত ব্যবস্থাপত্রের বঙ্গভাষায় ভাবার্থ এইরূপ —

হরেকৃষ্ণাদি বাক্যের মহামন্ত্র সংজ্ঞা হইলেও মন্ত্ররূপ রাম ও কৃষ্ণাদি শব্দের ন্যায় ঐ মহামন্ত্রের সংখ্যা শূণ্য উচ্চঃস্বরে উচ্চারণ করা শাস্ত্র বিহিত। কারণ শ্রীশ্রীহরির নামে পাপরাপি বিনাশের যত শক্তি আছে, পাপীজন তত পাপ করিতে পারে না। এই বিষ্ণু পুরাণের বচনে শ্রীহরির যাবতীয় নামই সংখ্যারহিত সংকীর্ত্তনের বোধক এবং "কীর্ত্তয়েদ্ধরিনামানি" এই প্রত্যক্ষ বিধিবাক্যে যে গণনবিধিত্ব কথা আথে তাহা বাচিক জপের উপদেশ। যেহেতু কলিসন্তরণ উপনিষদে উক্ত ষোড়শনামরূপ মহামন্ত্রের সাধারণভাবে পাঠের কথা উল্লিখিত আছে এবং জপে ফলবিশেষের উল্লেখ আছে। এইস্থলে আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে কলিসন্তরণ উপনিষদে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম নাই কিন্তু হরেনাম ইত্যাদি ষোড়শনাম আছে অতএব ইহা অত্যন্ত অন্যায্য হয়। এই আশঙ্কাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারন উভয়স্থলেই ঐ ষোড়শনামই বিদ্যমান আছে। ইহা বিদ্যমান আছে। ইহাই পণ্ডিত বর্গের মত। ইতি—

——

শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভযোগে লিখিত

ব্যবস্থা-পত্রিকার প্রতিলিপি

(হরিনাম মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

যদ্যপি বিষয়মিমমধিকৃত্য প্রাথের শ্রীবৃন্দাবনাদিধামস্থৈঃ সদ্বৈষ্ণবৈর্মহামন্ত্রস্য কীর্ত্তনীয়ত্বেন নির্ণীতা তথৈব ব্যবস্থাপত্রী লিখিতা তথাপ্যস্মিন্ ১৮৫৯ শকাব্দে বৃন্দাবনস্থকুম্ভযোগে বিরুদ্ধমতাবলম্বিভিঃ কৈশ্চিৎ সঙ্কীর্ত্তনে প্রতিবাদঃ সমুপস্থাপিতঃ অতঃ পুনরস্মাভিরত্র ব্যবস্থাপত্রীয়ং বিলিখিতা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীহরেকৃষ্ণেত্যাদিনামাত্মকমহামন্ত্রোহয়ং বহুলাগ্রহৈঃ সংখ্যাতো জপ্যো বহুভির্মিলিত্বা বাদ্যযন্ত্রাদিভিরসংখ্যাতঃ কীর্ত্তনীয়শ্চ। মন্ত্রত্বেনাস্য জপাত্বং তথা নামত্বেনাস্য কীর্ত্তনীয় ত্বঞ্চেতাস্মিন্ সর্ব্বসম্প্রদায়ান্তর্ব্বর্ত্তিনাং সদ্বৈষ্ণবানাং ন কিঞ্চিন্মতং বৈমত্যমস্তি। কিঞ্চ বীজাদিসম্বলিত মন্ত্রানাং তাদৃশবাদ্যযন্ত্রা নিনোচ্চৈঃ কীর্ত্তনং শাস্ত্রনিষিদ্ধং। দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মকহরে কৃষ্ণেত্যাদিমন্ত্রস্য তু তদসম্পুটিতস্য মন্ত্রত্বং ভাক্তং। মহামন্ত্রোহয়ংউচ্চৈঃ কীর্ত্তনীয় (কীর্ত্তিতঃস্যাৎ বা) ইত্যত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমতিশ্চিরন্তনসদ্বৈষ্ণবাচার প্রসিদ্ধিশ্চাস্তি। শ্রীমহামন্ত্রো হয়ং শ্রীবৃন্দাবনাদি সর্ব্বত্র ধামসু সর্ব্বত্র দেশেষু চ যথা জপ্যতে তথা বহু জনৈযন্ত্রতালমানাদিভিরসংখ্যাতঃ কীর্ত্ত্যতে চ। প্রথেয়ং চিরন্তনী তীর্থে গয়ায়াং শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মারাত্রিকমঙ্গলকর্ম্মণঃ পশ্চাৎ সর্বতঃ সমবেতদর্শকপূজকভক্তবৃন্দৈঃ উচ্চৈঃ সহস্ততাল বাদনং কীর্ত্ত্যতে হরেকৃষ্ণে তিমহামন্ত্রোহয়ং। ইত্যতোহস্মিন্ বিষয়ে সর্ব্বসদ্বৈষ্ণবানাং বিপ্রতিপত্তির্বিরহিতা সম্মতিরস্তীতি।

* বঙ্গানুবাদ *

এই শ্রীহরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নামাত্মক মহামন্ত্র বিশেষ আগ্রহের সহিত সংখ্যা পূর্ব্বক জপ এবং বহুজন মিলিত হইয়া বাদ্যযন্ত্রাদির সহিত অসংখ্যাতভাবে সঙ্কীর্ত্তনীয় ! এই বিষয়ে সর্ব্বসম্প্রদায়ী সদ্বৈষ্ণবগণের কিছু মাত্র মতভেদ নাই। ইহার নামত্ব ও মহামন্ত্রত্ব প্রসিদ্ধ সুতরাং জপ্য ও কীর্ত্তনীয় বিশেষতঃ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষরাত্মক শ্রীহরিনামে বীজাদি অসম্বলিত বলিয়া মন্ত্রত্ব ভক্ত্যা অর্থাৎ গৌণ। বীজাদি সম্বলিত মন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন প্রায় শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহার কীর্ত্তন যে নিষিদ্ধ এরূপ বচন কোথাও নাই। ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত এবং চিরন্তন সদ্বৈষ্ণবাচার প্রসিদ্ধ। এই শ্রীমহামন্ত্র শ্রীবৃন্দাবনাদি সর্ব্বধামেই এবং সর্ব্বদেশেই জপ্য ও বহুজন মিলিত হইয়া যন্ত্রাদির সহিত অসংখ্যাতভাবে সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগয়াধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে মঙ্গলারতির পরেই চারিদিকে সমবেত দর্শক পূজক ও ভক্তবৃন্দ হাতে তালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই শ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা চিরন্তন প্রথা।

শ্রীনাম সংকীর্ত্তন মহিমা

শ্রীনামসংকীর্ত্তন মহিমা বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিংশ পরিচ্ছেদে স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কথা বর্ণনে মহাপ্রভুর উক্তি—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণেরচরন॥
নাম সংকীর্ত্তন হইতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীশিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি –

চিতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মনরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয় সংসারের মহাদুঃখের আগুন নিভে যায়, কল্যাণের জ্যোৎস্না নেমে আসে বিদ্যারূপ বধূ জীবন লাভ করে, আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে প্রতিপদেই সমস্ত রস সুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমস্ত অস্তিত্বকে যেন শীতল করে দেয়॥ ১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি।
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ॥
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

ভগবানের অনেক নাম আছে। প্রত্যেক নামে তাঁর সমস্ত শক্তি আছে। সে নাম স্মরণের কোন সময়ের নিয়ম নাই। হে ভগবান্। এমনই তোমার কৃপা কিন্তু তবু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাহাতে আমার অনুরাগ হইল না ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে, গাছের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজের মান অভিমান ছেড়ে দিয়ে আর অপরকে মনদান করে সর্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করবে ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ী ॥ ৪ ॥

ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরীও চাই না চাই না কাব্য প্রতিভা। হে জগদীশ। জন্মে জন্মে ঈশ্বর স্বরূপ তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলী সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

হে নন্দসুত কৃষ্ণ! বিষম এই সংসার সমুদ্র। আমি তোমার দাস — এই সমুদ্রে ডুবেছি। দয়া করে আমাকে তোমার পদকমলের ধূলিকণা বলে মনে কর ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝরবে? কবে

আমার মুখের কথা গদগদ হয়ে উঠবে ? কবে আমার দেহ হবে রোমাঞ্চিত ? ॥ ৬ ॥

যুগায়িতাং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ হয়েছে যুগ, নয়ন হয়েছে বর্ষা এবং জগৎ হয়েছে শূন্য ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদ ধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

আমাকে আলিঙ্গন করে পায়েই পিষে দিন, দেখা না দিয়ে মর্ম্মাহতই যা করুন কিংবা সেই লম্পট যেমন' খুসি তেমনই বিহার করুন তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ আর কেউ নয় ॥ ৮ ॥

ইতি—শ্রীগৌরাঙ্গ মুখোদ্গীনং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদ
ধৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের পদ্যানুবাদ—

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রোপ্তি প্রেমামৃত আস্বাদন ।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১ ॥
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥

সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥ ২॥

উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণ সম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষন॥

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ৩॥

ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ ৪॥

তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্নবে মায়া বদ্ধ হঞা॥

কৃপা করি কর মোরে পদধুলী সম।
তোমার সেবক করো তোমার সেবন॥ ৫॥

প্রেমধন বিনাব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

রসান্তরা বেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্তে করে প্রলপন॥ ৬॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুযানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥ ৭॥

আমি কৃষ্ণপদ দাসী,
তিঁহো রস সুখ রাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিংবা না দেন দর্শন,
জারেন আমার তনুমন,
তবু তিঁহো মোরে প্রাণনাথ॥

এই মত প্রভু তত্তৎ ভাবাবিষ্ট হয়া।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্বে-অষ্ট শ্লোক করি লোক শিখাইল।
সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

——

॥ বিশেষ আবেদন ॥

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম সংখ্যাযুক্ত জপ, সংখ্যা বিহীণ সর্ব্বক্ষন জপ ও উচ্চ সংকীর্ত্তন অষ্ট প্রহরাদি—সংকীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া বহুমুখী বিতর্কের সৃষ্ঠি হইয়াছে, এ বিষয়ে স্বপক্ষে বিপক্ষে প্রভূত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সপক্ষে— ১। শ্রীভুবনেশ্বর সাধুবাবা রচিত শ্রীশ্রীহরিনাম মঙ্গল, ২। শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম মহাশয়ের রচিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, ৩। হরেন্দ্রদাস শর্ম্মা রচিত হরিনাম মহাযজ্ঞ ৪। উপেন্দ্রকর বিরচিত হরিনাম সংকীর্ত্তন, ৫। গোবর্দ্ধনদাস বাবাজী বিরচিত মন্ত্র রহস্য, ৬। হরিনাম মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন ও হরিনামের ব্যাখ্যা, ইত্যাদি। বিপক্ষে গৌড়ীয় সংকীর্ত্তন সিদ্ধান্ত, মহামন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রনীত হইয়াছে। অধুনা সংক্ষেপে আলোচ্য গ্রন্থ খানি প্রনীত হইল, সুধীভক্তমণ্ডলী—সমগ্র গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করতঃ সুযোগ্য বিচার বিবেচনার মাধ্যমে সুসিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়া তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম সাধনে ব্রতী হউন। এই নামই— শ্রীগৌরাঙ্গ নির্দ্দেশিত ব্রজানুগত্যে রাগমার্গীয় সাধনের বিশেষ অবলম্বন।

———

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

।। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ।।

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ) দশ টাকা ২। জগদ গুরুর শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মহিমামৃত—(শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখক পরিচিতি)—দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—পঁচাশী টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী) দশ খণ্ড একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা ৬। রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশালী (শ্রীরাধা গোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম—(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—ত্রিশ টাকা ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—কুড়ি টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভু পূর্ব্বাতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ—দশ টাকা ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা ১৩। সখ্য ভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক প্রনাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি)—দশ টাকা ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় দশ টাকা ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি অষ্টক প্রনাম ভোগারতি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন) আশী টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি পাঁচ টাকা ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা) পাঁচ টাকা ২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ২১। গৌরা[illegible]লীলা

(গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) কুড়ি টাকা ২২। অনুরাগবল্লী (নিবাস আচার্য মহিমা) সাত টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারনের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ—পঁচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য —আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পনের টাকা ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ]—ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ-লীলা পদ] চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড [ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী]—ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড [মুরারি গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী] —পঁচিশ টাকা। বলরাম দাসের পদাবলী—পঁঞ্চাশ টাকা, সপ্তম খণ্ড [গোবিন্দ দাসের পদাবলী] চল্লিশ টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—[অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা—দশ টাকা। ৩০। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা ৩১। জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডিত জীবন কাহিনী]—পঁচিশ টাকা ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা ৩৩। মনঃ শিক্ষা—পনের টাকা ৩৪। মহাতীর্থ চৈত্যডোবা [ইং]—সাত টাকা। ৩৫। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগনের পরিচয়]—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা ৩৬। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা ৩৭। রসিকমঙ্গল [প্রভু রসিকনন্দের জীবনী] পঞ্চাশ টাকা ৩৮। চৈতন্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত]—সাত টাকা ৪৯। অদ্বৈত প্রকাশ [অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী] চল্লিশ টাকা ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা ৪২। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

রচনাবলী—আড়াই শত টাকা ৪৩। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা ৪৪। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৫। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমা মূলক) —চল্লিশ টাকা ৪৬। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা ৪৭। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ) তিনশত টাকা ৪৮। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য—পনের টাকা ৫৯। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস (অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)—সাত টাকা ৫০। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা ৫১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট ঝামাটপুর—কুড়ি টাকা। ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ—পনের টাকা ৫৩। শ্রীভক্তি রত্নাকর —তিনশত টাকা ৫৪। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫৫। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—শ টাকা ৫৬। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবনী চরিত—দশ টাকা ৫৭। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা ৫৮। পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ—জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী—ত্রিশ টাকা ৫৯। শ্রীবংশী বদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—ত্রিশ টাকা ৬০। চৈতন্য মঙ্গল—শ্রীলোচন দাস বিরচিত—দেড়শত টাকা ৬১। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা ৬২। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা ৬৩। জয়দেব ও গীত গোবিন্দ—কুড়ি টাকা ৬৪। তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্ত্তন বিধান—পনের টাকা ৬৫। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—ত্রিশ টাকা ৬৬। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী —(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ—যন্ত্রস্থ।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন !

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ।

১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা ষাট টাকা ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী—(শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—(শ্রীগৌর লীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—ভিক্ষা পঁচিশ টাকা ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক পত্রিকা)

পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ বত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রচারিত। ইহাতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে।

আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

২। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য চাঁদা দুইশত টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্য ডোবা পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অভিনব প্রকাশ

শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্য বিষয়ক পদাবলী রচনার মাধ্যমে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বৃন্দ অভূতপূর্ব্ব ভাবে সুচারু রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। জীবন্ত প্রতিচ্ছবির ন্যায় আনন্দময় জীব হৃদয়ে চির শাশ্বত রূপ রেখা প্রদান করিয়াছেন। প্রারম্ভে জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ঐ সকল রস মাধুর্য্য পূর্ণ পদাবলী রচনার সূত্র পাত করেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারস মাধুর্য্য মণ্ডিত পদাবলী রচনা করিয়া দিকদর্শন করত: পরবর্ত্তী গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মণ্ডিত পদাবলী রচনার পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, রাধামোহন, বৈষ্ণব দাস প্রমুখ শ্রীগৌর প্রেমানুরাগী পার্ষদ বৃন্দ পদাবলী রচনা করিয়া শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা রস আস্বাদনের পথ প্রদর্শন করেন। ঐ সব পদাবলী আহরন করিয়া "পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" নামক পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। পাঠক বৃন্দ যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পদাবলী গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনরহরি সরকার পদাবলী — (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা কুড়ি টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী — শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী পদাবলী (শ্রীগৌর লীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা-ত্রিশ টাকা ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা পঁচিশ টাকা ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা— পঞ্চাশ টাকা ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী ভিক্ষা-একশত কুড়ি টাকা।